কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 05 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ৫ ...

ঝালকাঠির নলছিটির রায়পাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ এই ভবনে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। ছবি : কালের কণ্ঠ

এমন স্কুলও হয়!

নলছিটি রায়পাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ▷

'স্কুলে ক্লাস করতে ভয় লাগে। মা মাঝেমধ্যে ভয়ে স্কুলে আসতে দেয় না। স্কুলে বেঞ্চ নাই, তাই ইটের ওপর বসে ক্লাস করি। খেলার মাঠও নাই। এমন স্কুলে পড়তে ইচ্ছা করে না।' কথাগুলো ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার ভৈরবপাশা ইউনিয়নের রায়পাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী তানিয়া আক্তারের।

শুধু তানিয়া নয়, বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ৭৫ জন শিক্ষার্থীই প্রতিদিন এমন আতঙ্কের মধ্যে ক্লাস করছে। বৃষ্টির সময় পানি তো পড়ছেই, তার ওপর কখন তাদের মাথার ওপর চালা ভেঙে পড়ে সেই দুশ্চিন্তায় থাকতে হয় তাদের।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয় ভবনের দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়ে গেছে। পিলারগুলো ক্ষয় হয়ে সরু হয়ে যাওয়ায় কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের একটি ছোট কক্ষসহ চারটি কক্ষ রয়েছে। শ্রেণিকক্ষগুলো খুবই নোংরা। দরজা-জানালা যা আছে, সবই ভাঙা। তিনটি শ্রেণিকক্ষে মাত্র ছয়টি বেঞ্চ রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের জন্য টেবিল নেই। একটি শ্রেণিকক্ষের দরজাসহ দেয়ালের বেশ কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে। জানালাগুলো দেয়াল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলছে। শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত বেঞ্চ না থাকায় ইটের ওপর কাঠ বিছিয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চলছে। বিদ্যালয়ের টিনগুলোতে মরিচা পড়ে অসংখ্য ছিদ্র হয়ে আছে। অল্প বৃষ্টিতেই ঘরে পানি পড়ে। বিদ্যালয়ের সামনের ছোট নিচু মাঠটিতে বেশির ভাগ সময়ই পানি জমে থাকে। দেখতে ডোবার মতো মনে হয়। শিক্ষার্থীদের খেলার কোনো জায়গা নেই।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক লাকি আক্তার বলেন, বর্ষায় অতিবৃষ্টি ও ঝোড়ো বাতাসের সময় মনে হয় ভবনটি ভেঙে পড়বে। সব সময়ই আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়।

ভৈরবপাশা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য জামাল হোসেন বলেন, স্কুলটি সংস্কারে প্রশাসনের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নইলে বিদ্যালয়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

রায়পাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হামিদা সুলতানা বলেন, 'বিদ্যালয়ে আমরা চারজন শিক্ষক রয়েছি। চারজনই নারী। বিদ্যালয়ের ভগ্নদশা দেখে সব সময়ই আমরা আতঙ্কের মধ্যে থাকি। বিদ্যালয়টি ১৯৯৬ সালে কমিউনিটি স্কুল হিসেবে নির্মিত হওয়ার পর ২০০৫ সালে সংস্কার করা হয়। এর পর থেকে এভাবেই চলছে। ২০১৩ সালে স্কুলটি সরকারি হয়।' স্কুলে বেঞ্চ না থাকার ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক বলেন, '২০০২ সালে ১৫টি বেঞ্চ আনা হয়। এরপর আমরা আর কিছুই পাইনি। আমি উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে বলেছি। কিন্তু তাঁরা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যাও দিন দিন কমে যাচ্ছে।'

ভৈরবপাশা ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল হক বলেন, বিকল্প জায়গা বা ভবন না থাকায় কর্তৃপক্ষ হয়তো স্কুলটিকে পরিত্যক্তও ঘোষণা করতে পারছে না। স্কুলটি সংস্কারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

প্যারেন্টস টিচারস অ্যাসোসিয়েশনের (পিটিএ) সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমরা স্থানীয় পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে স্কুলটির উন্নয়নের চেষ্টা করছি। কিন্তু ভবনের অবস্থা এতই খারাপ যে এটি আর সংস্কার করা সম্ভব নয়। পুনর্নির্মাণ করতে হবে। সে জন্য আমরা সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করছি।'

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মাসুদ আলম বলেন, 'স্কুলের বিষয়টি স্থানীয় সংসদ সদস্য শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুকে জানানো হয়েছে। আমরা চাচ্ছি, এখানে একটি সাইক্লোন শেল্টার-কাম-প্রাথমিক বিদ্যালয় যেন হয়।'

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোজাম্মেল হোসেন বলেন, স্কুলের বিষয়টি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে। পিগগিরই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।